দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রবাদ-প্রবচনের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাস ও রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রবাদ-প্রবচনের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাস ও রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন

ক. প্রবাদ-প্রবচনের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও শ্রেণীবিন্যাস ঃ

প্রবাদ লোকসাহিত্যের অন্তর্গত, মুখে মুখে প্রচলিত, নানা ভাবে রূপান্তরিত, মানবজীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। প্রবাদ সর্বদাই সংক্ষিপ্ত বাক্য নয়, একাধিক কবিতার পদ অনেক সময় প্রবাদে পরিণত হতে পারে। দীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতার ফসল প্রবাদ, অর্থাৎ লোক অভিজ্ঞতার সংহত ও সুন্দর ভাষাগত রূপ প্রবাদ। গদ্য নির্ভর বাগ্‌ধারার সঙ্গে প্রবাদের মূল পার্থক্য— প্রবাদে খুব আলতো ভাবে হলেও একটা প্রচ্ছন্ন উপদেশ থাকে, কর্তব্য কর্মে নির্দেশ থাকে, কোনো না কোনো প্রোথিত প্রজ্ঞার আভাস থাকে। "দুয়ের তফাত প্রকাশ্যত সংগঠনের। বাগ্‌ধারা গদ্য বাক্যখণ্ড; প্রবাদ অধিকাংশ পদ্যময় নির্মাণ। তবে কোথাও কোথাও এ তফাত অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং বাগ্‌ধারা থেকেই প্রবাদের নির্মাণ সম্ভব হতে পারে।"[১]

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রবাদের ৬টি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন তা হল— সংক্ষিপ্ততা, সরলতা, সাধারণ গুণ, অলংকার, প্রাচীনতা এবং সত্যতা। তবে প্রবাদ সর্বদাই সংক্ষিপ্ত হবে একথা বলা যায় না। প্রবাদ আবার কতটা সংক্ষিপ্ত হবে তাও ঠিক করা বড় কঠিন। কারণ অনেক সময় বাহুল্য বর্জন করে কাজের কথাটি প্রকাশ করা হয়। সংক্ষিপ্ত হলেও তা সরস হয়ে ওঠে, যদি একটু বিস্তার ঘটে সর্বদা তা বর্জন করা যায় না। "প্রবাদে রূপক অলঙ্কারের ব্যাপক প্রয়োগ হয়। সহজ ভাবে (directly) কোন কথাই বলা হয় না। সেই জন্যই প্রবাদ নিতান্ত সাধারণ কিংবা আদিম স্তরের মননশীলতা হইতে জাত নহে। তবে ইহা কেবলমাত্র প্রবাদেরই গুণ নহে লোকসাহিত্যের সকল বিষয়েরই ইহা একটি সাধারণ গুণ মাত্র। লোকসংগীত, ধাঁধা, রূপকথা

ইত্যাদি সকলই রূপকাশ্রিত রচনা। এমনকি, ছড়ার মধ্যেও অনেক সময় রূপকের ব্যবহার দেখা যায়। এই রূপকের ব্যবহারই অনেক সময় প্রবাদের মত বাস্তব জীবনধর্মী বিষয়কে সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়া থাকে।"[২]

একটি প্রবাদ সর্বদাই সংক্ষিপ্ত নয় বলা যায়, বিশিষ্ট শব্দগুচ্ছ প্রবাদ নয়। অনেক সময় বিশিষ্ট শব্দগুচ্ছ হয়ে যায় প্রবাদমূলক বাক্যাংশ— 'এক খুড়ে মাথা কামা' প্রবাদ নয়, প্রবাদের বাক্যাংশ মাত্র। সাধারণত প্রবাদ এই রূপ বাক্যাংশ থেকে দীর্ঘতর রচনা হয়। একথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে প্রবাদের তিনটি গুণ— প্রথমত, সংক্ষিপ্ততা, দ্বিতীয়ত, অর্থবহতা, তৃতীয়তঃ সরসতা। ড. ওয়াকিল আহমদ বলেছেন— "প্রবাদের দুটি অর্থ আছে, একটি আক্ষরিক অর্থ (Literary Meaning), অপরটি ব্যঞ্জনার্থ (Inner Meaning)। আক্ষরিক বা বাহ্য অর্থে প্রবাদের প্রয়োগ নেই; ব্যঞ্জনার্থে, গূঢ়ার্থে প্রবাদের ব্যবহার হয়। 'সাপের পাঁচ পা দেখা' প্রবাদের বাহ্যার্থে প্রয়োগ নেই; বাহ্যার্থে তা অবাস্তবও বটে। কিন্তু এর একটি গূঢ়ার্থ আছে যা শব্দচিত্রে ব্যঞ্জিত হয়; অতিশয় স্পর্ধিত হওয়া — এ অর্থে প্রবাদের ব্যবহার। অর্থাৎ প্রবাদের একটি প্রতীক বা রূপক ধর্ম আছে।"[৩] টেইলর প্রবাদের সংজ্ঞায় বলেছেন— "A Proverb is a terse didaction statement that is current in tradition or, as an epigram says, that wisdom of many and the wit of one."[৪] তাই প্রবাদ হল ঐতিহ্য আশ্রিত নীতিশিক্ষা মূলক উক্তি। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী তথা লোকসংস্কৃতিবিদ্ এ্যালান ডাণ্ডিস বলেছেন— "The Proverb appears to be a traditional propositional statement consisting at least one descriptive element, a descriptive element consisting at a topic and a comment."[৫] বিভিন্ন সংজ্ঞা সূত্র ধরে ওয়াকিল আহমদ প্রবাদ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কতগুলি তথ্য পরিবেশন করেছেন— "যেমন, এক. প্রবাদে জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা (long experience), পরিণত বুদ্ধি (elder wisdom), নিটোল নীতিবাক্য (terse didactive statements), নৈতিকতার অলিখিত বিধি (unwritten laws of morality), লোকমনে প্রবাহিত সত্য কথন

(words conveying a truth to the mind) প্রকাশিত হয়। দুই. প্রবাদের অবয়ব হল, একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য (a short sentence), একটি সংক্ষিপ্ত সারবান উক্তি (a short pithy saying), স্ফটিককৃত রূপ (crystalized forms) শব্দগুচ্ছের সমন্বয় (combination of words) বিষয় মন্তব্য সম্বলিত বর্ণনাধর্মী উপাদান (descriptive element consisting of a topic and a comment)[৬] আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— অর্থপূর্ণ সম্পূর্ণ বাক্যই হল প্রবাদ। তবে তাঁর মতে অর্থপূর্ণ বাক্যাংশই প্রবাদ নয়, প্রবাদকল্প লোকোক্তি। "প্রবাদ গোষ্ঠী জীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি। এখানে সরস শব্দটির মধ্যে অনেক বিষয়ই বিধৃত রহিয়াছে যেমন ব্যঙ্গ, শ্লেষ এবং রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার, ইহার পদ্যছন্দ ইত্যাদি সকলই বুঝাইবে।[৭]

প্রবাদ মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্গত। তাই কথান্তর অবশ্যম্ভাবী। সুশীলকুমার দে বলেছেন— "প্রবাদগুলি বহু বর্ষ ধরিয়া বহু লোকের মুখফেরতা হইয়া, অথবা প্রস্তাবানুযায়ী রূপান্তরিত হইয়া, অনেক সময় বহু বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে। সেই জন্য পাঠান্তর অবশ্যম্ভাবী এবং সব সময়ে ইহাদের আদিম বা যথার্থ রূপ নির্ণয় করা সহজ নয়।"[৮] অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন— "প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রবাদের পিছনে একটা না একটা কাহিনীর অস্তিত্ব থাকে। কোনও একটা বিশেষ ঘটনা, একটা কিংবদন্তি, একটা বিশেষ কোনও সংস্কার, কোনও নির্দিষ্ট একটি লৌকিক অথবা পৌরাণিক কাহিনী এই রকম কিছু একটা প্রত্যক্ষ উৎস সচরাচর থাকেই এদের সৃষ্টির মূলে। সেই একক বা বিশেষ ব্যাপার বা উপলক্ষটি প্রবাদের মাধ্যমে সার্বিক বা নির্বিশেষ হয়ে ওঠে বলেই প্রবাদের চরিত্র সর্বজনীন। সুতরাং প্রবাদের সৃষ্টি বিবর্তনটি ঘটে এই ভাবেই সাধারণতঃ "বহু ঘটনার অভিজ্ঞতা লব্ধ সার নির্যাস > প্রবাদ > অনুরূপ বহু ঘটনার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের চাবিকাঠি"...। প্রবাদের প্রত্যক্ষ উৎসের কাহিনীটি কালক্রমে হারিয়ে যায় বা তাৎপর্যহীন হয় বটে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঐ বিলুপ্ত গল্পগুলির অন্তর্লীন ভাব মর্মটুকু কোনও সময়েই নির্মজ্জিত হয় না, মৃদু একটা বিদ্রুপের ভঙ্গিতে উপযুক্ত ঐতিহ্যের বিশ্লেষণে এই প্রবাদগুলি অনুবীক্ষণের গুণ সমৃদ্ধ। অবশ্য এরই সঙ্গে সঙ্গে এদের বিশ্বজনীন চরিত্রটির কথাও ভুললে চলবে না। মানুষ

যে মূলত এক এবং অবিচ্ছেদ্য ঐতিহ্যেরই অধিকারী সর্বদেশে সর্বকালে প্রবাদ সেটাও স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় প্রবাদ ও প্রবচন একই সঙ্গে উচ্চারিত হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রবাদ সমগ্র গোষ্ঠী মানুষের সামগ্রিক সৃষ্টি কিন্তু প্রবচনের উৎস কোন-না কোন বিদগ্ধ মানুষের মস্তিষ্ক থেকে। প্রবাদে ব্যক্তি স্বত্ত্বার চিহ্ন থাকে না। অন্যদিকে, প্রবচনের স্রষ্টা, পরিজ্ঞাত ও নির্দিষ্ট যেমন খনার বচন, ডাকের বচন ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রবাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. প্রবাদ হল একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. প্রবাদের উদ্ভবে লোকের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে।

৩. বাচ্যার্থ নয় ব্যঞ্জনার্থই প্রবাদের অর্থ। এই অর্থে প্রবাদ রূপকধর্মী রচনা।

৪. প্রবাদে বুদ্ধির বা চিন্তার ছাপ থাকে।

৫. সংগীত গান করা হয়, ছড়া আবৃত্তি করা হয়, মন্ত্র বলা হয়, প্রবাদ বাক্যালাপে, বক্তৃতায় অথবা লেখায় প্রসঙ্গক্রমে উচ্চারিত হয়। প্রবাদের স্বাধীন সত্ত্বা আছে, কিন্তু স্বাধীন প্রয়োগ নেই। প্রবাদ বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ যুক্তিকে জোরালো ও প্রকাশকে অর্থবহ করে তোলে।

৬. প্রবাদের মধ্যে রয়েছে পরম্পরাগত ঐতিহ্য, লোকভাষাগত প্রবহমানতা যা মানুষকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

প্রবাদ আলোচনার সঙ্গে প্রবচন কথাটিও বিশেষভাবে প্রযুক্ত। যদিও প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে একটা সূক্ষ্মতর পার্থক্য আছে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে জল-অচল সম্পর্ক নয়। প্রবচন হল বিশেষ বাক্যাংশ বা লোকোক্তি, যা ক্রমশ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রবচনে রূপান্তরিত হতেও পারে।

প্রবাদের শ্রেণী বিভাগ ঃ

প্রবাদ এক বা একাধিক বাক্যের সমষ্টি হলেও এর গভীরে নিহিত আছে বিষয় ও অর্থ।

ভাষা তথা শব্দচিত্রের ভিন্ন অর্থ প্রকাশ প্রবাদের গভীরে নিহিত থাকে। সুশীলকুমার দে 'বাংলা প্রবাদ' (১৯৪৫) গ্রন্থে ১০,৬০০টি (অতিরিক্ত প্রবাদ এবং প্রবাদের সংযোজনসহ) প্রবাদ সংকলন করেছেন। মোহাম্মদ হানিফ পাঠান দুই খণ্ডে 'বাংলা প্রবাদ পরিচিতি' প্রকাশ করেন। এতে সর্ব মোট ৮৮৪২টি প্রবাদ আছে। তিনি বিষয় ভিত্তিক প্রবাদ বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম খণ্ডের সূচিপত্রে এরূপ ৭১টি বিভাগ আছে। নারী, স্বাস্থ্য নীতি, প্রতিবেশী, দরিদ্র, স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, পেটুক, চোর, কৃপণ, দাতা, নিন্দুক, ধূর্ত, অধম ইত্যাদি শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে। 'রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন ও হেঁয়ালী', (১৩৮৫) উপেন্দ্রনাথ বর্মণ রচিত একটি অনবদ্য সংকলন গ্রন্থ। বাংলা প্রবাদের মতো রাজবংশী প্রবাদেরও এখানে কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে; যেমন—

১. দেবদেবীকেন্দ্রিক

উদাহরণ—

ক. সগায় কছে তিস্তাবুড়ি
বুড়ি নোয়ায় জুয়ান চেঙেরি।

খ. শিবের দইচুরা খোয়া।

গ. যাক ধরে মাশান
তার নাই আসান।

২. সামাজিক চরিত্র বা সমাজ-জীবন বিষয়ক

উদাহরণ—

ক. যায় না জানে নাউয়ানী কাম
আগোত ধরে হোতোলোই খান।

খ. ধনী হয়্যা গরীব হইলে
কিনিবা না জানে ধান

গরীব হয়্যা ধনী হইলে

কিনিবা না জানে পান।

গ. নিখাতি মাইয়ার সেরকি প্যাট।

৩. পারিবারিক জীবনকেন্দ্রিক

উদাহরণ—

ক. চুরা ভুকাং ঢিকির ঢাকার

আর ভুকাচুং ধান

জানিস না রে গোলামের ব্যাটা

এ্যাকলা বাড়ির কাম।

খ. নিজের কথা না কই পরক

কোলে যাবে সাত ঘরত।

গ. বেটির সাগাই কালাই গোরত্ গোরত্

ব্যাটার সাগাই খাটিয়া কোরত্ কোরত্।

৪. মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক

উদাহরণ—

ক. হাটুয়া না ভিজে যার

বড় কৈ-টা তার।

খ. হাতত্ দই মুখত্ দই

তাহ কয় কৈ কৈ।

গ. কিলকানিত্ না আটে ধান

তার তানে ছাম গাইন আন।

৫. আচার-আচরণ মূলক

উদাহরণ—

ক. জাতে না ছাড়ে জাতের পানি
হলদি না ছাড়ে রং,
তিন ধোয়াতেও না ছাড়ে
সুট্‌কা মাছের গোণ।

খ. পাঠা ভ্যাবায় বকরী নাচে
ইয়ার পাছত্ মহরম আছে।

৬. জীবজন্তু বিষয়ক

উদাহরণ—

ক. বুড়া হইছে বাঘ
তাও না ছাড়ে রাগ।

খ. সুজনেরো ডুবে নাও
হাতিরো পিছ্‌লে পাও।

গ. নামে গগন ফাটে
হাড়ির ভাত কুকুরে চাটে।

৭. গাছপালা, পশু-পাখি সম্পর্কিত

উদাহরণ—

ক. অতি আশা ঘুঘুর বাসা।

খ. শিমিলায় কি চন্দন হয়।

গ. বাপের ব্যাটা শালের ডুম
গুইসাপের নেটু।

৮. কৃষিকর্ম সংক্রান্ত

উদাহরণ—

ক. যায় হয় কিষ্যাণের ব্যাটা
আগা চৈতে ফেলায় পাটা।

খ. উজান ভুই যার
ভাটি মাল্লি তার।

গ. গাড়িয়া কল-অ না কাটে পাত
তাতে কাপড় তাতে ভাত।

৯. প্রেম বিষয়ক

উদাহরণ—

ক. হাত্ত আছে প্রেমের ডুরি
যায় না কেনে গুড্ডি উড়ি।

খ. পুরুষের ভালোবাসা
মোল্লার মুরগি পোষা।

গ. নাঙের বাড়ি কদমতলা
যাইতে আসতে একবেলা।

১০. স্থাননাম বিষয়ক

উদাহরণ—

ক. বলরামপুরের বাঁশ কোচবিহারের রাস।

খ. কামেরে কুড়িয়া মানষি
অংপুরোত্ কাচারি।

গ. পিন্দিবার নাংটি নাই

পাগড়ি বান্ধি জল্পেশ যাই।

১১. লোকশিক্ষা বা উপদেশ মূলক

উদাহরণ—

ক. আজি না বুজিবো তুই

বুজিবো কাইল্

(যেলা)

হাত ধরিয়া পার করিবে

বড় বড় আইল্।

খ. পরার মন্দ করির গেলে

আপন মন্দ আগোত ফলে।

গ. ফাড়া হউক ছিড়া হউক

গায়ের বস্তর

বুড়া হউক মাঠা হউক

মাথার ছত্তর।

১২. লোক সাংবাদিকতা বিষয়ক

উদাহরণ—

ক. হায়রে কলির মূল

বউয়ে ধরে শাশুড়ির চুল।

খ. এমন বাড়ি বান্ধি

পালালেও না কান্দি।

গ. কলিকালের ঢক তামাকুর
লম্বা লম্বা পাত
বাপে ব্যাটায় খায় তামাকু
জাঙোই বাড়ায় হাত।

১৩. প্রকৃতি ও পরিবেশ

উদাহরণ—

ক. নদীর চিকন্ বাও বরিষন
ছাওয়ার চিকন্ মাও
নারীর চিকন্ সোয়মী পরিজন
বালুর চিকন্ বাও।

খ. গছ মইধ্যে শিমলার গছ
গগনে পঞ্চ ডাল
নারী হয়া এই যৈবন
আখিম কত কাল।

১৪. খাদ্যাভাস সংক্রান্ত

উদাহরণ—

ক. মাছের মাও, কইতোরের ছাও।

খ. নাউ ঝুম ঝুম ইচিলা মাছ
খাও বেহানি সুদায় ভাত।

গ. কথাত্ পিছ্লে, ছেকাত্ উথ্লে।

১৫. নারীমন

উদাহরণ—

ক. বালুতে আন্দিনু বালুতে বাড়িনু
দরিয়াত ভাসানু হাড়ি।
বিয়ার সোয়ামী মরিলে মাছে ভাতে খাং
বন্ধুয়া মরিলে হং আড়ি।

খ. ভস্যা নাই নদীর পাড়ত বাড়ি
ভস্যা নাই গাবুর বসের আড়ি।

১৬. বিবিধ

উদাহরণ—

ক. ধুন্দুলি বুড়ি কোন্দলত্ না পায়
শিমলার গছত্ টিকা ঘোচ্লায়।

খ. নম্লা বাতের ছাওয়া
গাত্ না সয় হাওয়া।

গ. নিবোদোক বোদায় মারে
বোদাক্ মারে খোদা।

খ. রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের গঠনরীতি ঃ

'প্রবাদ' শব্দটির উৎপত্তি (প্র-বদ্ ধাতু প্র-বদ্ + ঘঞ)-এর মূলে আছে লোকবিশ্বাস তথা পরম্পরাগত ঐতিহ্য। প্রবাদ-এর মধ্যে নিহিত আছে সচল সম্ভাবনা ও সংযোগের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা। একটি দৃষ্টান্তকে অতিক্রম করে তা ব্যাপকতা লাভ করে। অর্থাৎ 'প্রবাদ তার শব্দাবলির সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ অর্থের প্রতিবেশে আবদ্ধ থাকে না, তা ব্যঞ্জনায় ব্যাপ্তি লাভ করে। এই আংশিক

decontextualization বা উপস্থিত অর্থ বা আক্ষরিক অর্থকে উত্তীর্ণ হয়ে ব্যাপক প্রয়োগের শক্তি লাভ করা প্রবাদের খুব বড় একটা বৈশিষ্ট্য।"[১০] কেনেথ বার্ক বলেছেন, কোনও আদিম সমাজে সর্বশক্তিমান পুরোহিতের বিপক্ষে যাওয়া উচিত হবে কিনা, তা ওই সমাজেরই এক সাধারণ অধিবাসী যেমন বলতে পারতো তেমনি গ্রীক কমেডিকার আরিস্তোফানেস-ও একথা বলতে পারতেন— যখন শাসকের চাপে রাজনৈতিক নেতা বা সেনাপতি বা শাসকদের নিয়ে প্রহসন লেখা বর্জন করতে হলো তাকে।... একথা অনায়াসে ঠাট্টা ইয়ার্কির ছলে কেউ বলতে পারেন তখন তা প্রবাদে পরিণত হতে পারে। অর্থাৎ কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনার প্রেক্ষিতে লোকায়ত ভাষা নির্মাণের মধ্য দিয়ে একটা প্রবাদ তৈরি হ'তে পারে। তাই বলা যেতে পারে প্রবাদ মানে যোগফল— সর্বকালীন, সর্বজনীন, মানবিক সংকটের ভিন্নমাত্রা। রূপগত দিক থেকে প্রবাদ আরোহী (inductive process) পদ্ধতির অন্তর্গত। পবিত্র সরকার প্রবাদের তেমনি তিনটি সিঁড়ি বা ধাপ-এর কথা বলেছেন। "প্রথম ধাপের ভাবায়ন বা অ্যাবস্ট্রাকশন : তুচ্ছ জিনিস খুঁজতে বা চাইতে গেলে অনেক সময় মহামূল্য জিনিস হাতে এসে যায়। দ্বিতীয় ধাপের অ্যাবস্ট্রাকশন : অনেক সময় অনুকূল অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। তৃতীয় ধাপের অ্যাবস্ট্রাকশন : অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।

কিন্তু সব প্রবাদেই এমন স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টক্রমে কংক্রিট থেকে অ্যাবস্ট্রাকটে, ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে, একক থেকে অসংখ্যে যাওয়া হয় তা নয়। অনেক সময় নিছক অ্যাবস্ট্রাকটের আকারেও প্রবাদটিকে পাওয়া যায়। সেখানে প্রবাদ উপদেশ মাত্র, তেমন-কিছু কবিতা নয়। যেমন 'Extremes meet', অধিকন্তু ন দোষায়', ' লোভে পাপ পাপে মৃত্যু', 'বয়সেতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে' ইত্যাদি। ... কাজেই শব্দার্থের চরিত্র অনুযায়ী প্রবাদকে আমরা প্রথমত দুটি বড়ো শ্রেণিতে ভাগ করে ফেলতে পারি— দৃষ্টান্ত শরীর এবং তত্ত্বশরীর।"[১১]

প্রবাদের রূপতত্ত্বে একটি প্রত্যক্ষ উক্তি থাকে। রূপকের বা মেটাফর-এর আশ্রয় নেওয়া হয় অ্যাবস্ট্রাকট বা বিমূর্ত বক্তব্যকে পেশ করার জন্য। কংক্রিট থেকে অ্যাবস্ট্রাকটে ধাপে ধাপে

প্রবাদের প্রাথমিক রূপগুলি নিম্নলিখিত ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।[১২]

১. সংবাদ শরীর, অর্থাৎ যে প্রবাদে নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে নির্দিষ্ট জ্ঞান উপস্থিত করা হচ্ছে;

২. দৃষ্টান্ত শরীর, যে-প্রবাদে একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে কোনো বৃহত্তর সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে; এবং

৩. তত্ত্ব শরীর, যেখানেও তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তটিকেই সোজাসুজি বলে দেওয়া হচ্ছে — যার মধ্যে কোনো সামাজিক, ভৌগোলিক, ব্যক্তিগত বা বস্তুগত উল্লেখ নেই। আছে শুধু ওই নির্বিশেষ সিদ্ধান্তটি।

প্রবাদের বাক্যের গঠন তিন ধরনের হতে পারে। যেমন—

ক. খণ্ডবাক্য (phrase)

খ. পূর্ণবাক্য (sentence)

গ. একাধিক বাক্য

"যে প্রবাদটির নির্মাণে একটি সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহৃত করা হয়নি, কিন্তু বাক্যের কয়েকটি শব্দ নিয়ে একটি গুচ্ছ তৈরি করে সেটিকে প্রকাশ করা হয়েছে, তাকেই খণ্ডবাক্যমাত্রিক বলতে পারে।"[১৩] কেউ কেউ এ ধরনের খণ্ডবাক্য সমন্বিত প্রবাদকে বলেছেন বাগ্‌ধারা। ব্যঞ্জনাকে সম্প্রসারিত করে এ ধরনের খণ্ড বাক্যকে প্রবাদের আকার দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

১. 'আপন দোষে মরে পাপি।'

২. 'থান হারালে মান যায়।'

৩. 'মানষি মরে দোআশাত।'

৪. 'মন শুদ্ধি কাটুয়াত গঙ্গা।'

বাংলার মতো রাজবংশীতেও পূর্ণবাক্যের প্রবাদ বেশি। এ ধরনের প্রবাদে কর্তা অনির্দিষ্ট থাকে। বাক্যের অর্থে থাকে সর্বজনীনতা। এ ধরনের প্রবাদের উদাহরণ হল—

১. 'ঘরত নাই ভিজা ভাং।
কাড়া বাজে ঢাং ঢাং।'

২. 'ঝাকে ঝাকে পখি পড়ে।
আপন আহার আপনে করে।'

একাধিক বাক্যের মধ্য দিয়েও প্রবাদ তৈরি হতে পারে। দুটি বাক্যের মধ্যে ধ্বনি ও অর্থের নানা সম্পর্ক তৈরি করে গঠিত হয় একাধিক বাক্যের প্রবাদ। যেমন—

১. চোরের চলন চালাম চুলুম মনত করে ফাঁক।
ঢুড্ডার চলন নাই কাথাতে পাড়ে সাত পাক।
বেপারী পাইকারের চলন বড়এ চোক ফোক।
ধনীর চলন বেলা গড়ি যায়, তেও না লাগে ভোক্।
ভাল মত পাটরীর চলন মাথা পাড়িয়া নেখে।
আলসিয়া মানসের চলন বেলার ভিত্তি দেখে।
ভাল মত দেওয়ানীর চলন ধীরে করে রাও।
পরভাবিয়া নারীর চলন ঝলকে বেড়ায় গাও।

গ. রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনে সংযোগ ঃ

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে সংযোগ-এর সূচনা; বস্তুতপক্ষে ভাবনার পারস্পরিক সঞ্চার। সভ্যতা যত এগিয়েছে মানুষের ভাব বিনিময়ের মাত্রা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, জটিল থেকে জটিলতর, ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে। ক্রমান্বয়ে সংযোগ-সঞ্চারের মাধ্যমগুলিও তাদের চরিত্র ও চেহারাগুলিকে বদলে নিয়েছে। কৌম জীবনচর্যায় মানুষ এক গোষ্ঠী থেকে আরেক গোষ্ঠীতে তাদের সর্বজনবোধ্য বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য ঐতিহ্যগত ভাবেই লোকসাহিত্যের

বিভিন্ন আঙ্গিককে অবলম্বন করে 'কমিউনিকেশন' ঘটিয়েছে। দেবতার কল্পনা স্তুতি-ভক্তি নিবেদন নৃত্যগীত চিত্রকলা — সমস্ত কিছুর মধ্যেই নিহিত আছে একটি সংযোগ কার্য। আলপনার নারীত্বসূচক দৈহিক চিহ্ন প্রতীকের মধ্য দিয়ে মানুষ তার 'ফারটিলিটি কাল্ট'-এর বার্তাকে পৌঁছে দিয়েছে। স্থান-কাল ভেদে সংযোগের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আদিমকাল থেকে মানুষ বহুতর মানবিক শক্তির সঞ্চার ঘটিয়েছে। প্রবাদ এই সংযোগ-সঞ্চারের অন্যতম দৃষ্টান্ত। আর এই সংযোগ সঞ্চারের মধ্য দিয়ে লোকায়ত প্রকরণ কখনো বা স্থায়ী রূপ লাভ করেছে আবার কখনো পরিবর্তন সাপেক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের 'মাস মিডিয়া' তথা গণমাধ্যম-এর সংযোগ-সঞ্চারের অন্তর্কাঠামোতে রয়েছে লোকায়ত ঐতিহ্যের পরম্পরা। "এক সময়ে ভাব-সংযোগের সেতু ছিলো দেবতা, পরবর্তীকালে গণদেবতাই তার অভীষ্ট; ধর্ম-নির্ভর চিহ্ন, ধ্বনি ইত্যাদি পরবর্তীকালে ধর্মের গণ্ডীকে পেরিয়ে অন্যবিধ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে; আধুনিক নাগরিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে লৌকিক সংস্কৃতিজাত 'ফর্ম'-গুলির ভিত্তিতেই তৈরি হয় নতুনতর সংযোগ-সঞ্চারক ফর্মসমূহ; কিন্তু এ-সত্ত্বেও নাগরিকীভবন এবং সংযোগসঞ্চারের লৌকিক মাধ্যমগুলির চরিত্র আনুপাতিক বৈপরীত্যে সম্পর্কিত, কারণ 'ফর্ম' সমধর্মী, 'কন্টেন্ট'-এর ক্ষেত্রে দুয়ের চরিত্র পৃথক। কিন্তু তবুও, সার্থকভাবে 'কমিউনিকেট' করতে হলে লোকসংস্কৃতির 'ফর্ম'-গুলিকে গ্রহণ করতেই হবে, সেগুলিই ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের বোধ-বুদ্ধি-অনুভবের সঙ্গে মিশে আছে যেহেতু।"[১৪]

সংযোগ বলতে আমরা বুঝি কোনো উপকরণের প্রয়োগ প্রযুক্তি। লোকশিক্ষার প্রয়োজনে অথবা জনসংযোগের জন্যে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে মোড়ল বা সমাজপতিদের সঙ্গে যখন সংযোগ সাধন করা হয় তা সংযোগ পদ্ধতি নামে পরিচিত। আসলে এইটি ফলিত লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের অর্ন্তগত; সাধারণ সংযোগ সরাসরি ভাবে এবং পরোক্ষ ভাবে সংগঠিত হয়। প্রবাদের ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রত্যক্ষ সংযোগ পদ্ধতি সম্পাদিত হয় তা নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে—

১. প্রত্যক্ষ সংযোগ ঃ

ক. ———————————

(প্রবাদের বক্তা)

খ. ———————————

প্রবাদের শ্রোতা

গ. ———————————

প্রবাদের বক্তা ও শ্রোতা

ঘ. ———————————

প্রবাদের শ্রোতা ও বক্তা

২. পরোক্ষ সংযোগ ঃ

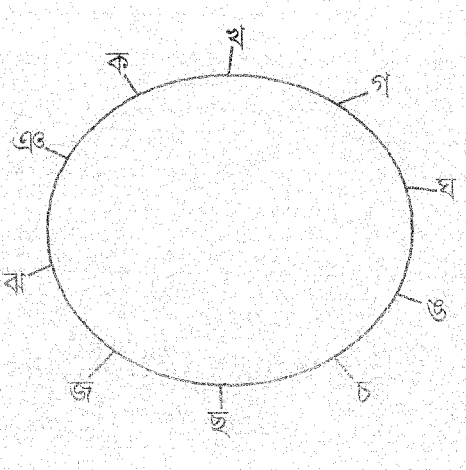

পরোক্ষ সংযোগের ক্ষেত্রে সাধারণত বৃত্তাকারে প্রবাদগুলি সংযোগ সাধন করে। গোষ্ঠী থেকে ব্যক্তি, ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠীতে পৌঁছে যায়।

সাম্প্রতিক কালে জনসংযোগ বা Mass Communication সর্বজন বোধগম্য হয়ে উঠেছে। বাংলায় তার পারিভাষিক শব্দ জ্ঞাপন, সংযোগ ইত্যাদি। আসলে সংযোগ হল সামাজিক মিথোস্ক্রিয়া, ভাষা, শব্দ, চিত্র, ইঙ্গিত সংখ্যা ইত্যাদি মাধ্যমে জ্ঞাপন। লোকায়ত ঐতিহ্যে প্রবাদ সংযোগ সাধনের অন্যতম উপাদান। রাজবংশী প্রবাদে বলা হয়েছে—

'এলুয়া ফুটিল আইল বাইষ্যা
কাশিয়া ফুটিল গেইল বাইষ্যা।'

কৃষি জীবনাচরণে 'কাশিয়া' এবং 'এলুয়া'র গুরুত্ব যেমন আছে তেমনি এর মধ্য দিয়ে ঋতুচক্রের বার্তা দেওয়া হয়েছে। ভাষার সাহায্যে প্রকৃতির একটি চিত্রকল্প এঁকে এলুয়া'র আগমন অনুষঙ্গে বর্ষার শুরু, কাশিয়া'র আগমনে বর্ষা শেষের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অন্য আর একটি প্রবাদ হল—

'কচুর মতো কচু হইলে অলপ্ জলে সেজে
আরও এক জাতের কচু আছে আইলের উপরা হয়
তিনদিন ধরি জাল দিলেও সিজায় না যায়।'

উক্ত প্রবাদে বস্তুগত উল্লেখ থেকে তত্ত্বগত অ্যাবস্ট্রাক শ্রোতাকে নিয়ে যায়। এগুলি সংবাদ বা তথ্য পরিবেশন করে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে। এখানে দুটি ভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির গুণ বা আচরণের সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। যেমন—

'মানষির দশা দশা
কুনবেলা হাতি কুন বেলা মশা।'

অথবা, 'উনা ভাতে দুনা বল।
ভরা ভাতে রসাতল।'

এগুলি দৃষ্টান্ত মূলক প্রবাদ। বিচিত্র আরোহণের মধ্য দিয়ে একটি মন্তব্যে পৌঁছে যায়, আশ্রয় গ্রহণ করে ব্যাপকতর ব্যঞ্জনায়। এ ধরনের প্রবাদে দৃষ্টান্তের সঙ্গে মন্তব্য থাকে এবং মন্তব্যের মধ্যেই ব্যাপকতর সত্যটি প্রকাশিত হয়। রাজবংশী প্রবাদে বলা হয়েছে—

'বৈদ্যের কাশুরা মাও
কামারের ঘ্যাচকেটা দাও।'

এই প্রবাদের দৃষ্টান্ত শরীরে নিহিত আছে আরোহন এবং মন্তব্যে তার ব্যঞ্জনা। বলাবাহুল্য, এরূপ

সংযোগ স্পষ্ট বা তির্যক। স্থানীয় কোনো ঘটনা বা কেচ্ছা কাহিনী যদি লোকায়ত সংগীতে কোথাও পরিবেশিত হয় দর্শক ও শ্রোতার মধ্যে সেই প্রবাদ-প্রতিম লোকপ্রিয় গানগুলি লোক-সাংবাদিকতার ভূমিকা পালন করে। যেমন—

'আইওক্ কি মাইওক্ কি
নাগিল গণ্ডোগোল
কারফিউ আইস্যাচে বলে
হাটিত্ দিসে ঢোল।'

'ঢোল' এখানে সংযোগের লোকায়ত প্রকরণ, যার মধ্য দিয়ে দেশে 'কারফিউ' জারির কথা সকলের কাছে জানান দেওয়ার জন্যে উক্ত গানটি একটা বার্তা দিচ্ছে। অর্থাৎ মান্যতায় লোকসাংবাদিকতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন এইটি। ঠিক তেমনি পূর্বে উল্লেখিত এই রাজবংশী প্রবাদটি—

'চোরের চলন্ চালাম চুলুম মনত্ করে ফাঁক।
ঢুড্ডার চলন নাই কাথাতে পাড়ে সাত পাক্।
বেপারী পাইকারের চলন বড়এ চোক্ ফোক্।
ধনীর চলন বেলা গড়ি যায় তেও না লাগে ভোক্।
ভল্মত পাটরীর চলন মাথা পাড়িয়া নেখে।
আলসিয়া মান্সের চলন বেলার ভিত্তি দেখে।
ভালমত দেওয়ানীর চলন ধীরে করে রাও।
পর ভাবিয়া নারীর চলন ঝলকে বেড়ায় গাও।'

এখানে নানা ধরনের মানুষের কিছু কিছু লৌকিক আচরণের সংযোগে তার চরিত্রের এক একটি দিক নির্দিষ্ট করে, লোকসাংবাদিকতার আশ্রয়ে, সামগ্রিকভাবে 'জ্ঞাপন'-এর কাজটি সাধিত হয়েছে।

ঘ. রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের অন্তর্লোক ঃ

রাজবংশী ভাষায় কতগুলি প্রবাদ রচিত হয়েছে তা সঠিক বলা যায় না। কলীন্দ্রনাথ বর্মণ তাঁর 'রাজবংশী অভিধান' (১৩৭৭) গ্রন্থে ৩৮২টি প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ করেছেন। চারুচন্দ্র সান্যাল 'The Rajbansis of North Bengal' (1965) গ্রন্থে ১৮০টি প্রবাদ-প্রবচনের উল্লেখ করেছেন। উপেন্দ্রনাথ বর্মণ তাঁর 'রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ প্রবচন ও হেঁয়ালী' (১৩৮৫) গ্রন্থে ১৭৫টি প্রবাদ-প্রবচন সংকলিত করেছেন। এছাড়াও সাম্প্রতিক কালে মণীন্দ্রলাল কুনড়ু, অরবিন্দ ডাকুয়া, সুখমন্ত বর্মণ, বাচ্চামোহন রায়, খুশি সরকার এবং দীনবন্ধু বর্মন প্রমুখ রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। রাজবংশী সমাজের অভিজ্ঞান তথা অভিজ্ঞতার বাহন হিসেবে উক্ত সংগৃহীত প্রবাদগুলি অন্তর্লোকের পরিচয়বাহী। কথার মধ্যে কথা অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে একটা বিশেষ রূপ তথা গঠন রীতি প্রবাদের মধ্যে কখনও কৌতুক কখনও বিস্ময় কখনও উপদেশ, নীতিকথা ও তত্ত্বকথার আভাস প্রদান করে। অর্থ গৌরবের দিক থেকে রাজবংশী প্রবাদগুলিকে প্রাথমিক ভাবে ৩টি বর্গে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ সংবাদধর্মী প্রবাদ, যে প্রবাদের মধ্যে এক বা একাধিক সংবাদ পরিবেশিত হয়। সুনির্দিষ্ট জ্ঞান সম্পর্কে পরিবেশিত হয় লোকায়ত অভিব্যক্তি। সংবাদমূলক প্রবাদ আসলে প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে এক বা একাধিক সংবাদ জানানো; যেমন—

১. 'অল্প পাইসা যার ঘেগা বাইগন তার।'

২. 'কাজ নাই কুড়িয়ার আলি আলি দৌড়।'

৩. 'মাছ ভাত সর্বকাল দই দুধ গিরির কপাল।'

দ্বিতীয়তঃ দৃষ্টান্তমূলক প্রবাদ, যে প্রবাদে বিশেষ কোন দৃষ্টান্তকে অবলম্বন করেই প্রবাদের সূচনা ঘটে, ক্রমে একটি বৃহত্তর সত্যের দিকে, সর্বকালীন তাৎপর্যের দিকে শ্রোতাকে নিয়ে যায়। দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সত্যে পৌঁছানোর এই রূপ উদাহরণ রাজবংশী প্রবাদে লক্ষণীয়। যেমন—

১. 'থান ছাড়লে মান যায়।'

২. 'বাড়ির বুড়া গছের মুড়া।'

৩. 'সুজনেরও ডুবে নাও।
হাত্তিরও পিছলে পাও।'

৪. 'অঙ্খির তলোত পঙ্খির ভাসা।
কু-মানষির শ্বশুর বাড়িত বাসা।'

৫. 'হলদি না ছাড়ে অং।
সুকটা না ছাড়ে গন্।'

তৃতীয়তঃ তত্ত্বমূলক প্রবাদ, যে প্রবাদে প্রত্যক্ষ ও সর্বজনীন অভিজ্ঞতার দার্শনিক প্রকাশ ঘটে। ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উল্লেখ না করেই অভিজ্ঞতাকে সোজাসুজি জানিয়ে দেওয়া হয়। তাই তত্ত্বমূলক প্রবাদে থাকে জ্ঞানগর্ভ অভিজ্ঞতার সংহত রূপ। যেমন—

১. 'আপন বুদ্ধিত রাজা।
পর বুদ্ধিত ফকির।'

২. ' সোনা রূপা চিনা যায় পাথরত ঘসিলে।
বন্ধু-বান্ধব চেনা যায় বিপদত পড়িলে।'

৩. 'যায় দিন ভাল।
আইসে দিন কাল।'

রাজবংশী প্রবাদে আছে ছন্দ-অলংকারের বিচিত্র প্রয়োগ। অর্থের নানা বিন্যাসে, ভাবের বৈপরীত্যে, অন্তর্লোকের ব্যঞ্জনায় প্রবাদ হয়ে উঠেছে মনোগ্রাহী। কথায় বলে—

১. 'ঘরত নাই ভিজা ভাঙ।
কাড়া বাজে ঢাং ঢাং।'

২. 'সাত কাথায় সতীর মন টলে।'

৩. 'প্যাটের ভোকত্ বাঘে ধান খায়।'

৪. 'এক জামুরি সাতবার চিপিলে তিতা হয়।'

উক্ত প্রবাদগুলিতে ধ্বনি সংস্থান মিল বিন্যাস স্বভাবতই আকৃষ্ট করে। গদ্য পদ্যের মিশ্রণও প্রবাদে দুর্লভ নয়। হয়তো স্মৃতির সুবিধার্থে বাক্যগুলি ছন্দে গাঁথা। মিলের দিকেই ঝোঁক বেশি। তেমনি অন্ত্যমিলযুক্ত একটি প্রবাদ। যেমন—

১. 'খাই দাই ভুলি না।
তত্ত্ব কাথা ছাড়ি না।'

২. 'খায় দায় পঙ্খি।
বনের ভিত্তি আঙ্খি।'

কোনো কোনো প্রবাদে শব্দ অর্থের বৈপরীত্য প্রবাদের আবেদনের আকর্ষণকে বাড়িয়েছে। শব্দের অর্থগত বৈপরীত্য এরূপ প্রবাদগুলির মূল বৈশিষ্ট্য—

'আম পাকিলে মিঠা।
মানষি পাকিলে তিতা।'

এখানে 'মিঠা' ও 'তিতার' অন্ত্যানুপ্রাসের মধ্য দিয়ে বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ধ্বনি সংস্থানগত ভারসাম্য।

রাজবংশী প্রবাদের অভ্যন্তরীণ গঠনের মধ্যে নিহিত আছে দুটি স্তর। আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে উপরিতলের গঠন এবং অভ্যন্তরীণ গঠন। কখনও খণ্ডবাক্য আবার কখনও পূর্ণ বাক্য আবার কোথাও একাধিক বাক্যের প্রয়োগ প্রবাদগুলির বাক্যরীতিগত বৈশিষ্ট্য। লোকসমাজের মুখে মুখে এভাবে একাধিক বাক্যরীতি গঠিত হয়েছে। রাজবংশী প্রবাদে অধিকাংশ বাক্যে কর্তা অনির্দিষ্ট। যেমন 'থান ছাড়িলে মান যায়', অথবা 'কাম নাই কুড়িয়ার আলি আলি দৌড়।'

একাধিক পূর্ণবাক্যের দ্বারা গঠিত প্রবাদগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি সংলগ্ন বাক্যের দ্বারা গঠিত। এছাড়াও তিনটি বা চারটি বাক্যের দ্বারা গঠিত প্রবাদও দুর্লভ নয়। যেমন—

১. 'আছে গরু না বোয়ায় হাল।
তার দুঃখ চিরকাল।'

২. 'ঘাটাত পানু কামার।
দাও গড়ে দে হামার।'

৩. 'তিস্যায় না জানে ঘাট অঘাট।
নিন্দে না জানে ভাঙা খাট
পিরীতি না জানে জাত বেজাত।'

রাজবংশী প্রবাদে নিহিত আছে ভাষাগত, ভাবগত এবং গঠনগত বৈচিত্র্য। প্রাত্যহিক জীবন অভিজ্ঞতার প্রতিফলন; মনস্তত্ত্বের বিচিত্র প্রকাশ, তদুপরি লোকায়ত অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক প্রকাশ, যা রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধি দান করেছে।

ঙ. রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের কথান্তর ঃ

লোকসাহিত্যের গবেষণায় মূল পাঠ এবং পাঠান্তর একান্ত আবশ্যক। শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর রচনা বলেই লোকসাহিত্যের পাঠান্তর অত্যন্ত বেশি। এই পাঠান্তরের পার্থক্য কখনও বেশি কখনও কম। প্রচলিত পাঠের মধ্যে যে পাঠটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাকে বলে আদি পাঠ (Archetype)। অন্যদিকে, সমাজ, সময় ও স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদির যে বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায় তা হল Oikotype বা পরিবর্তিত পাঠ বা রূপান্তরিত পাঠ। নানা কারণে পাঠান্তর বা কথান্তর হতে পারে— মানুষের বাসস্থান পরিবর্তন যেমন— কোনো প্রাকৃতিক কারণে মানুষ যদি স্থানান্তরে চলে যায়। অথবা রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে তাহলে পাঠান্তর হতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি মানুষের মনের গভীরে কমবেশি সৃজনী ক্ষমতা

থাকে, এই ব্যাকুলতা থেকে কথান্তর হতে পারে। তৃতীয়তঃ কথান্তর বিস্মরণের মধ্য দিয়েও ঘটতে পারে। চতুর্থতঃ উচ্চারণ বিকৃতির ফলে কথান্তর হতে পারে। পঞ্চমতঃ প্রত্যক্ষ জগতের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কথান্তর ঘটতে পারে, কারণ লোকায়ত সমাজের স্রষ্টার সৃজনশীলতা রূপ থেকে ভাবে পর্যবসিত হলে কথান্তর ঘটা স্বাভাবিক। ড. কৃষ্ণা খাঁ বলেছেন— "মানুষের ইতিহাস ছাড়াও সময় ও স্থানভেদে লোকসাহিত্যের পাঠান্তরগুলির আদি পাঠ নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে ভাষার বিবর্তনের রূপরেখা ও আঞ্চলিক উচ্চারণের যে বৈশিষ্ট্য তা নিরূপণ করা সম্ভব। একজন ভাষা-বিজ্ঞানীর কাছে যে তথ্য জাতির ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য।"[১৫] মানবজীবনের সুদীর্ঘকালের সুগভীর ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানই প্রবাদের প্রতিবাদ্য বিষয়, রাজবংশী প্রবাদও তার ব্যতিক্রম নয়। রাজবংশী প্রবাদের কথান্তরের আদি পাঠ অবশ্যই আছে। আসলে আদি পাঠ মানুষের চিন্তা চেতনার ক্রম বিবর্তনের রূপরেখাকেই নির্দেশ করে।

রাজবংশী প্রবাদে কথান্তর ঘটে নানা কারণে আবার দেশ-কাল-গোষ্ঠী নির্বিশেষে একই ভাবসূচক প্রবাদ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। দেশে-দেশে, কালে-কালে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে একই ভাব প্রকাশক প্রবাদ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কথান্তরের মধ্যে লোকায়ত মানুষের মানস পরিক্রমার, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার, জীবন অভিজ্ঞতার ছাপ নিহিত থাকে। রাজবংশী প্রবাদে বলা হয়েছে—

১. 'কাম নাই কুত্তার আলি আলি দৌড়।'

২. কাম নাই কুড়িয়ার আলি আলি দৌড়।'

উক্ত দুটি প্রবাদের মধ্যে সম্ভবত আদি পাঠ প্রথমটি। কারণ কৌম জীবনচর্যায় মানুষের সঙ্গে পশুর নৈকট্য একটি প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। কুকুরের সাধারণত কোন কাজ থাকে না আল দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে ঘুরে বেড়ায়, এ যেন আদিম জীবনচর্যার একটা অভিজ্ঞতার ছাপ। সেই অভিজ্ঞতা যখন জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তখন তা পরিণত হয় প্রবাদে। ফলে এই আদি পাঠ থেকেই পরবর্তী কথান্তর উঠে এসেছে জীবন অভিজ্ঞতার রূপান্তরে মধ্য দিয়ে। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—

১. 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।'

২. 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।
কথায় কথায় ডিক্‌সনারী।'

এই প্রবাদে অল্প বিদ্যার ক্ষতিকারক দিকটি নির্দেশিত হয়েছে। প্রথম প্রবাদের অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় প্রবাদে আছে অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি। লোকায়ত সমাজে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হল বিস্তৃতি ফলে দ্বিতীয় প্রবাদটি হল প্রথম প্রবাদের কথান্তর। নিম্নে রাজবংশী প্রবাদের আরও কিছু প্রবাদ-প্রবচনের কথান্তর উল্লেখ করা যেতে পারে—

১. 'আগিনা নষ্ট করে ছিম্‌ছিমানি পানি।
ঘর নষ্ট করে কান ভঞ্জানি।'

কথান্তর ঃ 'আগিনা নষ্ট করে ছিম্‌ছিম পানি।
বাড়ি নষ্ট করে কান ভাঙানি।'

২. 'উপ্‌কারি গছের নাই ছাল।
উপ্‌কারি মানষি না হয় ভাল।'

কথান্তর ঃ 'উপ্‌কারি গাছের নাই ছাল।
উপ্‌কারি মাইনসের নাই ভাল।'

৩. 'এলুয়া ফুটিল আইল বাইষ্যা।
কাশিয়া ফুটিল গেইল বাইষ্যা।'

কথান্তর ঃ 'এলুয়া ফুটিল আসিল বাইষ্যা।
বিন্না ফুটিল ভর বাইষ্যা
কাশিয়া ফুটিল গেইল বাইষ্যা।'

৪. 'কাউয়ার ভাসাত কোকিলের ছাও।
জাত স্বভাবে করে রাও।'

কথান্তর ঃ 'কাউয়ার ভাসাত কোকিলের ছাও।
জাত স্বভাবত্ করিবে আও।'

কথান্তর ঃ 'কাউয়ার ভাসাত কুঙ্কিলের ছাও।
জাত স্বভাবোত করে রাও।'

৫. 'কিলকানিত না আটে ধান।
তার তানে ছাম গাহেন আন।'

কথান্তর ঃ 'আঞ্জুলত না আটে ধান।
তার বাদে ছাম গাহেন আন।'

৬. 'কাঙালের ছাওয়া হুদুমদেও।
ধনীর ছাওয়ার পুক্‌টি সেও।'

কথান্তর ঃ 'কাঙালের ছাওয়ার গুদুম দেহা।
ধনী ছাওয়ার কোটি সেওয়া।'

চ. রাজবংশী ও বাংলা প্রবাদ ঃ তুলনামূলক সমীক্ষা

তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে লোকসাহিত্যের সমীক্ষা সর্বজনবিদিত। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তুলনামূলক সমালোচনা পদ্ধতির স্রষ্টা। তবে একথা উল্লেখযোগ্য যে, নিরপেক্ষতা, উদারতা, সহৃদয়তা এই বৈশিষ্ট্যগুলি না থাকলে তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব নয়। বিগত দু'শো বছর ধরে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখায় পাশ্চাত্যের নানা মতবাদ চর্চিত হয়েছে। তার মধ্যে তুলনামূলক পদ্ধতি বা পর্যবেক্ষণ বিচিত্রমুখী, বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিগ্রাহ্য, বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ। বলাবাহুল্য, এই পদ্ধতির উদ্ভব জার্মানিতে, জেকবগ্রীণ এবং উইল হেম-গ্রীমের চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে। সেই সূত্র ধরে রাজবংশী ও বাংলা প্রবাদের তুলনামূলক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাবিজ্ঞানীরা অধিকাংশই রাজবংশী ভাষাকে কামরূপী উপভাষা আখ্যা দিয়েছেন। সাম্প্রতিক

কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রাজবংশী ভাষা একাডেমি'র প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য ভাষার সঙ্গে রাজবংশী ভাষাকেও জাতীয় 'সাহিত্য আকাদেমি'র 'ভাষা সম্মান' জ্ঞাপন ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে সন্দেহ নেই। সেই সূত্র ধরেই রাজবংশী ও বাংলা প্রবাদের সমীক্ষা সমাজবিজ্ঞানের চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তুলনামূলক আলোচনার প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে সমজাতীয় ভাবনার পরিচয় গ্রহণ।

রাজবংশী ঃ

'ঘরত নাই ভিজা ভাঙ।
কাড়া বাজে ঢাং ঢাং।'

বাংলা ঃ 'ঘরে ভাত নেই চোপায় দড়।'

অথবা

'ঘরে ভাত নেই দোরে চাঁদোয়া।'

প্রাত্যহিক জীবনের অতি পরিচিত বস্তু-ভাবনা, প্রেম-ভাবনা, সামগ্রিক জীবনচর্যার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় মানব চরিত্রের মধ্যে কীভাবে নিহিত আছে সমজাতীয় ভাবনা। বাংলা আর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

'যত গর্জে তত বর্ষে না।'

রাজবংশী প্রবাদে বলা হয়—

'গির্জন দেওয়ার বর্ষণ নাই।'

উক্ত দুটি প্রবাদে মিল যথেষ্ট। তাদের উৎসও এক। বাংলায় বলে 'দু মুখো সাপ।' সাপ অত্যন্ত হিংস্র জীব। লোকবিশ্বাসে সাপের দুটি মুখ। আমাদের সমাজের কোন মানুষ যখন দু'রকমের কথা বলে তখন বলা হয় 'দু'মুখো সাপ'। ঠিক তেমনি রাজবংশীতে বলা হয় 'দুই মুখিয়া সাপ।'

খনার বচনে উল্লেখ আছে—

'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা।

যথা ইচ্ছা তথা যা।'

একই মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে রাজবংশী প্রবাদে—

'চাষায় চিনে বুধবার।

পাঞ্জি পুথি না লাগে আর।'

নিম্নে তুলনামূলক ভাবে রাজবংশী ও বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে—

১. রাজবংশী ঃ 'এক নরি বাজে না।'

বাংলা ঃ 'এক হাতে তালি বাজে না।'

২. রাজবংশী ঃ 'কানা খোঁড়া ভ্যাঙর।

তিন হারামের ন্যাঙর।।'

বাংলা ঃ 'কানা খোঁড়া একগুন বাড়া।'

মানুষের যদি কোন ইন্দ্রিয় দুর্বল হয় তবে সে স্বাভাবিক ভাবে সুস্থ মানুষের তুলনায় কম দক্ষ হয়। কিন্তু এর বিপরীত অবস্থাই বহু ক্ষেত্রে ঘটে। আবার অনেকক্ষেত্রে এই দুর্বলতাই তাকে একরোখা করে তোলে, করে তোলে অসৎ। এখানে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কথা যেমন বলা হয়েছে, উল্লেখ আছে কানা খোঁড়ার অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সচেতনতার কথাও।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সরকার, পবিত্র - লোকভাষা ও লোকসংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৭, পৃ. ৪৭-৪৮।

২. চৌধুরী, দুলাল সেনগুপ্ত, পল্লব - লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ৯৬।

৩. আহমদ, ওয়াকিল - বাংলা লোকসাহিত্য ঃ প্রবাদ ও প্রবচন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১২-১৩।

৪. Taylor, Archer - The wisdom of many and the wit of one; the wisdom of many edited by wolfgang Mieder an Alan Dundes, New York, 1981, p. 6.

৫. Dundes, Alan - On the structure of the proverbs, The Wisdom of Many, p.60.

৬. আহমদ, ওয়াকিল - বাংলা লোকসাহিত্য ঃ প্রবাদ ও প্রবচন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৪।

৭. চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব - লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ৯৭।

৮. দে, সুশীলকুমার - বাংলা প্রবাদ, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কল-৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ১৫।

৯. সেনগুপ্ত, পল্লব - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ১৫৬।

১০. সরকার, পবিত্র - লোকভাষা ও লোকসংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৭, পৃ. ৪৯।

১১. প্রাগুক্ত, - পৃ. ৫০।

১২. প্রাগুক্ত - পৃ. ৫১।

১৩. প্রাগুক্ত - পৃ. ৫১।

১৪. সেনগুপ্ত, পল্লব - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ৩৫৭।

১৫. খাঁ, ড. কৃষ্ণা - বাংলার লোকসাহিত্য ঃ মূল পাঠ নির্ণয়, ২০০৪, পৃ. ২১।